

جمعية خدمة المحتوى
الإسلامي باللغات



একজন নাস্তিকের প্রতি সংক্ষিপ্ত বার্তা

বাংলা

بنغالي

رِسَالَةٌ مُوجِزَةٌ إِلَى مُلْحِدٍ



বহু-ভাষায় ইসলামী বিষয়বলি রচনার সংস্থা

رِسَالَةٌ مُّوجَزَةٌ إِلَى مُلْحِدٍ

একজন নাস্তিকের প্রতি সংক্ষিপ্ত বার্তা

اللَّجْنَةُ الْعِلْمِيَّةُ

بِجَمْعِيَّةِ خِدْمَةِ الْمُحْتَوَى الْإِسْلَامِيِّ بِاللُّغَاتِ

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তুর সেবা সংস্থার একাডেমিক
কমিটি

একজন নাস্তিকের প্রতি সংক্ষিপ্ত বার্তা

আমরা এক বিস্ময়কর মহাবিশ্বে বসবাস করি, যেখানে অদ্ভুত সামঞ্জস্য ও নির্ভুল নিয়ম বিদ্যমান যা আমাদেরকে বিস্মিত করে।

মানুষ যতই মহাবিশ্বের নিয়মকানুন বুঝতে গভীরভাবে চেষ্টা করে, ততই একটি প্রশ্ন বারবার সামনে আসে যার উত্তর পদার্থ বিজ্ঞানেরও জানা নেই: এই নিয়মগুলোর উৎস কী? আর এগুলো মূলত কেন পাওয়া যাচ্ছে?

আমি কোনো প্রস্তুতকৃত উত্তর দিতে লিখছি না; বরং একটি যৌক্তিক প্রশ্ন শেয়ার করতে চাই - যা ধর্মীয় বা দার্শনিক পটভূমি নির্বিশেষে বিবেচনার দাবি রাখে।

এটি কি যুক্তিসংগত যে, নিয়মগুলি শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে? বা উদ্দেশ্য ছাড়াই শৃঙ্খলা গড়ে উঠেছে? এবং অচেতন পদার্থ থেকে চেতনার জন্ম নিয়েছে?

চলুন আরম্ভ করি শুরু থেকে, সবচেয়ে সহজ অথচ গভীরতম প্রশ্ন দিয়ে:

শূন্যতা (অনস্তিত্ব) কি কিছু সৃষ্টি করতে পারে?

এটা কি যুক্তিসংগত হবে যদি আপনি বলেন: এই সুন্দর মহাবিশ্ব, যার মধ্যে রয়েছে এত সূক্ষ্ম নিয়ম ও আইনগুলোর নিখুঁত সামঞ্জস্য, তা কিছুই নয় এমন কিছু থেকে এবং কোনো কারণ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে?

একটি সুস্থ মানব মস্তিষ্ক এটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। কারণ আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা কখনো কিছু 'শূন্য' থেকে উদ্ভূত হতে দেখি না।

আপনি আমার সাথে মনে মনে গভীরভাবে চিন্তা করুন: কে সেই সত্তা যিনি আপনাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীৰ্য থেকে সৃষ্টি করে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন -আর আপনাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন একজন মানুষ বানিয়েছেন?

কে সেই স্রষ্টা যিনি আপনার দেহকে এত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন, আপনাকে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখ, শ্রবণক্ষম কান, এবং বিশ্লেষণ ও চিন্তা করার মতো বুদ্ধি দিয়ে সজ্জিত করেছেন?

কে আপনাকে রিজিক দিতেন যখন আপনি মায়ের পেটে অসহায় ও শক্তিহীন ছিলেন, আপনাকে মায়ের রক্ত থেকে পুষ্টি দিতেন এবং আপনার বুদ্ধি ও জীবনে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রস্তুত করতেন?

আপনি কি নিজেই নিজের জন্য এটি করেছেন? নাকি বধির প্রকৃতি এটি করেছে?

প্রকৃতির তো কোনো বুদ্ধি নেই, নেই কোনো উদ্দেশ্য বা ইচ্ছাও। তাহলে কীভাবে সে এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে যা সবচেয়ে উন্নত কম্পিউটার থেকেও জটিল? কীভাবে সে চেতনা, বোধ ও অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে?

প্রকৃতি কীভাবে মায়ের হৃদয়ে তার সন্তানের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা সৃষ্টি করে? অথবা কীভাবে তা আপনার হৃদয়কে অন্যায় দেখলে সংকুচিত করে আর ন্যায় দেখলে প্রশস্ত করে?

কে আমাদের মধ্যে এই সুউচ্চ অনুভূতিগুলো বপন করেছেন? এই মূল্যবোধগুলো কোথা থেকে এলো? এই অন্তর কোথা থেকে আসলো?

আপনার চারপাশের প্রতিটি বস্তুই তো চিৎকার করে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকান: কে একে কোন স্তম্ভ ছাড়াই উর্ধ্বে ধরে রেখেছেন?

সূর্যের দিকে তাকান: কে তার পথ এত সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করেছেন যা কখনো পরিবর্তিত হয় না?

আপনার হৃদয়ের দিকে তাকান: কে আপনার অনুমতি ছাড়াই তা সারা জীবন ধরে স্পন্দিত করেন?

এগুলো কি কাকতালীয়ভাবে ঘটেছে? আর কাকতালীয় ঘটনা কি কোটি কোটি বার এই নিয়মে নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে?

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে একটি নির্ভুল বই- যেমন অভিধান বা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ একটি প্রিন্টার বিস্ফোরণ থেকে আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয়েছে?

তাহলে আপনি কীভাবে বিশ্বাস করেন যে এই মহাবিশ্ব, যা

সমস্ত বইয়ের চেয়েও অত্যন্ত জটিল ও সুবিন্যস্ত, একটি অন্ধ বিস্ফোরণ (বিগ ব্যাং) থেকে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে?

ইসলাম আপনাকে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে অকার্যকর করতে বলে না; বরং এটি ব্যবহারের জন্য আহ্বান করে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:

{...إِنِّي اللَّهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...}

"...আল্লাহ সম্পর্কে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টিকারী....?" [সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ১০]

যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করা কি যুক্তিসংগত?

তিনি আরো বলেন:

{وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝}

“এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও তোমরা কি চক্ষুস্মান হবে না?” [আয-যারিয়াত, আয়াত: ২১]

এটি নিজ দেহ ও আত্মা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য আপনার প্রতি একটি আহ্বান, যাতে আপনি আপনার সামনেই প্রমাণ দেখতে পান।

তারপর পবিত্র কুরআনের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন, যা হলো সর্বশেষ আসমানী কিতাব।

এটি এমন একটি গ্রন্থ যা ১৪০০ বছরেরও বেশি আগে অবতীর্ণ

হয়েছিল, যা মানুষকে এর অনুরূপ কিছু রচনার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এবং তারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এটা এমন এক কিতাব যা একত্র করেছে বিশ্বাস, বিধি-বিধান, কাহিনী, বিজ্ঞান ও ভাষাকে এমন এক শৈলীতে, যার কোনো সমতুল্য নেই।

এটি বর্ণনা করেছে এমন জাতিগুলোর কথা যারা অতীত হয়ে গেছে, এমন ঘটনা যা অদৃশ্য হয়ে গেছে, এবং এমন সব আবিষ্কারের কথা যা শতাব্দীর পর শতাব্দী পরেই শুধু জানা গেছে- যেমন: ভ্রূণের সৃষ্টি, মেঘের গঠন, পৃথিবীর স্তরসমূহ, এবং গ্রহসমূহের সূক্ষ্ম ঘূর্ণন।

তারপর চিন্তা করুন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী নিয়ে... একজন মানুষ যিনি জন্মেছিলেন সভ্যতার কেন্দ্র থেকে দূরে এক মরুভূমিতে, যিনি পড়তে বা লিখতে জানতেন না, কোনো মানুষের কাছ থেকে জ্ঞানও অর্জন করেননি। অথচ তিনিই মানবজাতির জন্য নিয়ে এলেন এক চিরন্তন বাণী, যা বিবেককে আলোকিত করে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং ইতিহাসের গতিপথে এক মহান পরিবর্তন সাধন করে।

একটি গুহায় তার উপর নাযিল হওয়া বাণীগুলোর মাধ্যমে, তিনি মানবজাতিকে মানুষের ও পাথরের উপাসনা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন মহাবিশ্বের স্রষ্টার একত্ববাদের দিকে, এবং প্রতিষ্ঠা

করলেন ন্যায়, দয়া ও মর্যাদার মূল্যবোধ।

তাহলে এ কোন শক্তি যা বিশ্বকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়েও তার ধ্বনি এখনও উচ্চৈশ্বর্যে ধ্বনিত হচ্ছে?

ওহে, যিনি এই শব্দগুলো পড়ছেন: (জেনে রাখুন) আপনার রব আপনার কোনো কিছুই প্রতিই মুখাপেক্ষী নন; বরং আপনিই তাঁর মুখাপেক্ষী।

তিনিই আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনাকে রিজিক দিচ্ছেন, হেফাজত করছেন, এবং আপনাকে সময় দিচ্ছেন— যেন আপনি চিন্তা করেন ও তাঁর পথে ফিরে আসেন।

তিনি কারো প্রতি অবিচার করেন না। যে আন্তরিকভাবে তাঁর দিকে ফিরে আসে, তিনি তাকে গ্রহণ করেন, ক্ষমা করেন এবং তার গোনাহসমূহকে নেকীতে রূপান্তরিত করেন।

আমি আপনার উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি না; কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করছি: আপনার হৃদয়কে সত্যের জন্য একটি সুযোগ দিন।

ক্রোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে এক মুহূর্তের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করুন:

কি হবে যদি আমি ভুলের মধ্যে থাকি?

কি হবে যদি সত্যিই কোনো স্রষ্টা থেকে থাকেন, মৃত্যুর পর

কোনো জীবন থাকে, জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্ব থাকে?

আপনি কি সেই মুহূর্তে অনুশোচনা করবেন, যখন অনুশোচনা
কোনো কাজে আসবে না?

সত্যের দিকে একটি আন্তরিক পদক্ষেপ নিন এবং কুরআনের
সাথে আপনার যাত্রা শুরু করুন... হতে পারে আপনি এতে
এমনসব উত্তর পাবেন যা এতদিন আপনার অজানা ছিল এবং
এমন এক আলো খুঁজে পাবে যার অভাব আপনি এতদিন অনুভব
করছিলেন।

কুরআনুল কারীমের অর্থসমূহের অনুবাদ।

جمعية خدمة المحتوى
الإسلامي باللغات



একজন নাস্তিকের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বার্তা, যা বিবেককে লক্ষ্য করে পেশ করা হয়েছে: আর তা হলো, মহাবিশ্বের সূক্ষ্মতা ও অনুপম ব্যবস্থাপনা কাকতালীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে এবং একজন প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার অনিবার্যতাকে প্রমাণ করে। এটা কি যুক্তিযুক্ত যে, এই সব কিছু একেবারে শূন্য থেকে এমনিতেই হয়েছে? আপনি আপনার হৃদয়কে চিন্তা ও গভীরভাবে বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত করুন এবং সত্যের স্বাক্ষর করুন, হতে পারে আপনি এতে এমন এক আলো খুঁজে পাবেন যা আপনাকে হিদায়েতের পথ দেখাবে।

